অন্তর্লীন

জ্যোৎস্না মন্ডল

BANGLADARSHAN.COM

সূচিপত্র

কবিতার নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
কান্ডারী	৩
ভালোবাসার মায়াজাল	৪
বাঁচতে শেখা	৫
ভাবনার অতলে	৬
স্বপ্ন ভাঙ্গার গান	৭
সময় যাপন	৮
শান্তি	৯
মানুষের খোঁজে	১০
অভ্যস্ত	১১
মনের রঙ	১২
ভাঙন	১৩
সাঁঝবাতির কথা	১৪
আগমন	১৫
রঙ্গমঞ্চ	১৬
ঋণমুক্ত	১৭
শশীবালা	১৮
মহাষ্টমী	১৯
মুক্ত ঘুড়ি	২০
হাতছানি	২২
সুখের আশায়	২৩
সমাপ্তি	২৪
খোঁজ	২৫
কাগজ কুড়ানী	২৬
স্বপনগুলান ফিরে আস্যে	২৭
জীবন গড়ি	২৮

BANGLADARSHAN.COM

কান্ডারী

আপাদমস্তক রঙিন বস্ত্র স্বর্ণালঙ্কার
বইতে হয় আতিশয্যের ভার,
ভিতরে যুধিষ্ঠির স্থান পায় নি
গ্রহণযোগ্যতা শুধু শকুনি মামার।

পোড়াতে চাওয়ার লেলিহান শিখায়
পতঙ্গের দল পুড়ে ছারখার,
বৃষ্টি এসে নিভিয়ে দিল
মনের অনল আরেকটি বার।

হে বিধাতা তুমি কোরোনা মুখ ভার,
পৃথিবীর আদর্শবাদে তোমার করুণা অপার,
আমি কে হে কান্ডারী হবার
তুমি কোরো মোরে ভবনদী পার।

BANGLADARSHAN.COM

ভালোবাসার মায়াজাল

যার কথা তোমার সুখের
সময় মনে পড়বে
জানবে তুমি তাকে ভালোবাসো অপার,
যার কথা তোমার দুঃখের
সময় মনে পড়বে
জানবে আজীবন তোমার জন্য তার
খোলা হৃদয় দ্বার।

যার কথা তোমায় সারাদিন ভাবায়
সে তোমার একান্ত নিজের,
তোমার কথা ভেবে যার মুখে হাসি ফোটে
জানবে তুমি শুধু তার।

BANGLADARSHAN.COM

তুমি যাকে অনেক সময় দেবে
জানবে তোমার অন্তরে বাস তার,
যে তোমাকে অন্তহীন সময় দেবে
জানবে তুমি তার অঙ্গীকার।

বাঁচতে শেখা

অনেক প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হলে
যদি কেউ তোমায় দেখে হাসে,
জেনে রেখো কলঙ্কময় চাঁদটাতেই
পূর্ণিমা রাত আসে।

জন্ম ক্ষণে অগোচরে
মৃত্যুর দিন থাকে লেখা,
প্রতিদিন লড়াই করে
নতুন করে বাঁচতে শেখা।

সব হারালেও মনে রেখো তুমি
গাছেরাও তাদের পাতা হারায়,
প্রতি বছর তবু দাঁড়িয়ে সে রয়
নতুন পাতার আশায়।

BANGLADARSHAN.COM

ভাবনার অতলে

রঙিন মনের হিসেব মেলে না যখন
বালুকাবেলায় তলিয়ে যায় অশ্রু দু ফোঁটা,
কত শত প্রেমের অঙ্গীকার নিয়ে
তোমার বাগানে রচিলাম
মোর প্রেম গাঁথা,
ফুল ঝরে যায় অসময়ে
ফেরালে যবে মুখ,
বুকে বেঁধে কাঁটা।

মলিনতা ছিল না
প্রথম প্রেমের কুঁড়িতে,
বেরঙ ছিলনা সেদিন
পরাগ মাখা পাঁপড়িতে,
শৈত্যপ্রবাহে জমে রয় পুলক
না ফোটা কলিতে।

BANGLADARSHAN.COM

নতুন করে বাসা বাঁধার স্বপ্ন
দুচোখে জাগায় আশা,
মোর পরিচয়খানি মাটির অতলে
জানায় মনের গভীর ভাষা,
খনন করে জিনে নিতে হবে
আমার মনের প্রণয় পাশা।

স্বপ্ন ভাঙ্গার গান

স্বপ্ন ছিল উড়ব পাখির
ডানায় চড়ে নীল আকাশে,
আকাশ নীল মেঘের মালায়
রঙ মাখাবো হাওয়ায় ভেসে,
তোর গভীর চোখের চাউনিতে
স্বপ্ন গুলো ক্যামন যেন
এলো মেলো হয়ে গেল এক নিমেষে।

স্বপ্নেরা তো বেঁচে থাকার
জায়গা খোঁজে মনের ক্যানভাসে,
আমার স্বপ্ন বয়সটাকে
নিয়ে আসে সতেজ ঘাসে,
তুই কেন বল স্বপ্নগুলো
উড়িয়ে দিলি ঐ ফানুসে।

BANGLADARSHAN.COM

সময় যাপন

বিনিদ্র রাত্রি যাপন
ঘোর আনে সময়ের মন্ডপে
ভাবের জগতে সময় চলে যেন সরীসৃপের মতো,
কালের গতি মহাকালের পথে
দুর্বার গতিতে ক্রমাগত ধাবমান।

বাল্যমন রেখেছিলাম অতি সযত্নে মনের সিন্দুকে,
আজ বুঝি সিন্দুকটাতে জং ধরেছে কাল যাপনে,
সময়ের স্রোতে ভাসাতে হবে জানি
ফেলে আসা অতীতের যত ঘ্রাণ।

সময় যাপনে হবে না আর সময় উদযাপন,
হিসেবের জাবদা খাতায়
হিসেবের ঘরে শত কোটি ভুল,
এ জীবন কেটে যাবে জানি
যেভাবেই করি সময় যাপন।

BANGLADARSHAN.COM

শান্তি

এসো হে পথিকবর,
তোমার প্রতীক্ষায় কেটেছে অনেক প্রহর,
নতজানু না হয়েও আজ
বলিষ্ঠ হৃদয়ে পদার্পণ আমার,
চিন্তার গভীরে জাগায় না প্রহসন আর॥
অমল বসনে ধূসর রঙে
কত শত সময় হয়েছে পার,
মনের পটে আঁকা হয় নি
অনেক ছবি বারংবার,
পথিক তোমার চোখ দিয়ে
দেখবো আজ এ বিশ্ব সংসার,
তোমাতে আজ বিলীন হতে চায়
এ চাতকী শুধু এক বার॥

BANGLADARSHAN.COM

তৃষ্ণার শান্তি জল উপচে পড়ার শব্দ
তীব্র হতে তীব্রতর,
ঐ দূর হতে ভেসে আসে
ক্ষীণ আওয়াজ ঘণ্টার,
অক্ষত থাকুক এ প্রেম
বাজুক সানাই মহামিলনের,
বিমূর্ত রাতে জেগে রয় দুটি মন
অনেক দিনের পর॥

মানুষের খোঁজে

বৃষ্টি এসেই বুঝিয়ে দিল
ঘরের ছিদ্র কোথায়,
যেমন বিপদ এসে বুঝিয়ে দিল
মনের মানুষ হেথায়।

কোন পথে যে মানুষ খুঁজি
যায় না সে পথ চেনা,
মানুষ হয়ে মানুষ ভজ
কোরো না লেনাদেনা
দিন দুনিয়ার মালিক যিনি
সঠিক পথে চলতে শেখায়।

কোন পদ্মে মধু আছে
তার সন্ধানে কোরো না,
মনের ঘরে ফোটাও পদ্ম
ঘোচাও সব যম যাতনা,
এবার মরা গাঙে আসবে জোয়ার
থাকো তারই প্রতীক্ষায়।

BANGLADARSHAN.COM

অভ্যস্ত

বনে বন্যরা সাবলীল
মায়ের কোলে শিশু,
দুঃখবিলাসী মানুষ যেমন
রাজপ্রাসাদে যীশু।

থাকুক ওরা আনন্দেতে
মলিন বিদীর্ণ বুকে,
ভারের বোঝা হাল্কা লাগে
নিত্য দিনের শোকে।

আকাশতলে আকাশ খোঁজার
অভ্যাসটা রোজের,
বৃষ্টিস্নাত মনটারে তাই
বুঝি বড়ই সুখের।

BANGLADARSHAN.COM

মনের রঙ

নৌকাখানি বাঁধা আছে
তোমার প্রেমের ঘাটে,
লাল গালিচায় আবীর মাখিয়ে
বিকেল রোদের স্নিগ্ধতা নিয়ে
সূর্য্যিমামা পাটে।

ইমন রাগের সুরের মূর্চ্ছনা
হিন্দোল তোলে বটে,
গাছগাছালির ফাঁকে কেমন
পাখিদের ঐ কলকাকলি
সুরের নাচন লাগায় যেন মনের মাঠে।

ঐ দূরেতে মেঘামেঘালি
মুখের ধূসর চাদরখানি সরিয়ে দিয়ে
পসরা সাজায় আনন্দের হাটে,
তিন রঙের বাহার দেখে
মনচাতকীর রঙিন দিন কাটে।

BANGLADARSHAN.COM

ভাঙন

পাড় ভাঙনের সময়ের সাথে
মনের ভাঙন হল যে শুরু,
দূর গগন নীল বসন ছেড়ে
ধূসর কাপড়ে ঢেকেছে আব্রু।

জলের বুকে গাছের প্রতিবিম্ব
সচকিত আর হয় নারে আজ,
মনের আয়নায় ভাঙা ছবিখানি
বিলীন করে যৌবনের সাজ।

মেঘের আড়ালে এক টুকরো নীল
আশার আলো বাঁচিয়ে রাখে,
ভালোবাসার মানুষ নাই বা পেলাম
রাজার আসনে থাকি সুখে।

BANGLADARSHAN.COM

সাঁঝবাতির কথা

সাঁঝবাতি একটু একটু করে
ম্লান হতে ম্লানতর,
একধারে শরীর কুঁকড়ে পড়ে থাকে একাকী
সাধের সাঁঝের তারা,
লজ্জাবস্ত্র ছিন্ন ভিন্ন করে
সাঁঝবাতির আলো নিভিয়ে
বেয়াদপের দল আত্মহারা।

তোমারই সৃষ্টি আজ গ্রাস করেছে
তোমার সৃষ্টিকে নিমেষে,
নতজানু হয় না এরা তোমার শক্তির কাছে
কোনো মুহূর্ত কোনো দিন,
আলোর দিশা মুখ ফিরিয়ে আজ
অন্ধকারে হয়েছে বিলীন,
অনির্বাণ শিখায় পুড়িয়ে মেটাতে হবে
হাজার রাতের ঋণ আগামী দিন।

BANGLADARSHAN.COM

আগমন

মেঘের আড়ালে মেঘবালিকা.....
তপ্ত করো আমায়
রোদের আলো সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এসে,
বরফ শৈত্য প্রবাহে
জমে থাকা হৃদয়খানি অলিন্দ
খুলে দাও এক নিমেষে।

চোখের পাতায় উষ্ণ চুম্বন জানায়
তোমার আগমন বার্তা অবশেষে,
দীঘল পন্থ বাইয়া তুমি
ঠিক তো এসেছ গভীর রাতে নতুন বেশে।
আমার নিদ্রাময় জীবনে এনেছ
নতুন প্রভাত রাত্রিশেষে,
জীবনের কালো ক্যানভাসে এঁকে দিলে
সাতরঙা রামধনু রঙ ভালোবেসে।

BANGLADARSHAN.COM

রঙ্গমঞ্চ

আপনজন যারে বলি
সে হল না রে আপন,
আপন করতে চায় যে এ মন
একাকী হয় নারে জীবন যাপন।

একা একা সুদীর্ঘ পথ চলা
সহজ কথা মোটেই নয়,
অবুঝ মনের আশার আলো
সম্পর্কের বাঁধনে বেঁধে রয়।

মনের বাগানে সাজাই যতনে
মনের মানুষের মিলন মেলা,
আপন তোমার হবেনা তারা
রঙ্গমঞ্চে যারা করে খেলা।

BANGLADARSHAN.COM

ঋণমুক্ত

মুক্ত আকাশের নীচে
স্বাধীন নাগরিক হবার প্রলোভনে
বার বার হয়েছি ক্ষত বিক্ষত,
উপলব্ধি দিয়ে বুঝতে পেরেছি,
সরলতা আর কিছু নয়;
অন্য মানুষের আখের গোছানোর
যন্ত্র হয়ে ওঠা,
দোষ কারো নয়.....
নিজস্ব সরলতা ভুল পথের নির্দেশ দেয়,
ভুল তো ভুলই
যার রেশ থাকে সারাজীবন।

পরাজিত হবার মাপকাঠিতে
কে এগিয়ে এ বলা খুব কঠিন,
অলসতা আবিষ্ট করতে পারেনি যাদের
তাদের সঙ্গ দেয় সৎ উপদেষ্টাগণ।

দুর্গম পথ অনায়াসে পেরিয়ে যাই
অদৃশ্য শক্তিমোহে,
ঋণের মুক্তি উল্লাস হয়ে ঝরে পড়ে
সহজিয়াদের উপর,
অভিজ্ঞতায় কেউ স্থান পায়না
সোজাপথের জীবনস্থলে,
আজ নিজেদের বাঁচাতে পারার
নিয়েছি শিক্ষণ।

BANGLADARSHAN.COM

শশীবালা

শশীবালা তোমার রূপে হলাম পাগল
তোমায় পেয়ে আকাশ আজ
সেজেছে দেখ কেমন,
সিঁদুরের টিপ যেন জ্বল জ্বল করছে
এক নারীর কপালে একান্ত নিভৃতে।
মেঘ ঢেকে দিতে পারেনি তোমায় কিছুতেই,
তোমাকে আলিঙ্গন করতে দাও,
তোমাকে স্পর্শ করতে দাও,
আমার বারান্দায় আজ এসো তুমি
নিঃশব্দে গভীর রাতে।

BANGLADARSHAN.COM

মহাষ্টমী

লাল শাড়ী পড়েছিস কার লইগ্যে রে
আগের পরবে তুর মরদটা চইলে
গেল্য তুকে ছেড়ে
তুর মনে দুখ লাই কেনে রে?

কিসের দুঃখ পুইষবো মনে মনে
ছেইড়ে চইলে গিয়ে যার কষ্ট লাই
হামি কেনে কষ্ট পাব বল?
আমার সাদা সিধা মনটা লিয়ে সে
ছিনিমিনি খেইলত.....
আজ সুখে আছি রে মরদটারে ছেইড়ে।
বাঁধন ছাড়া জীবনটা আইজ
আকাশে ডানা মিলে উইড়ছ্যে,
সোহাগ ছাড়া দিনগুলান
পাল তুইলেছে লদীর বুকে,
হামি দুগ্গা হতে চাই রে.....
ত্রিশূল দিয়ে মরদের মিথ্যে
ভলোবাসা হত্যা কইরতে চাই.....
আমি তো সুখকপালী রে।

BANGLADARSHAN.COM

মুক্ত ঘুড়ি

আকাশের নীল ক্যানভাসে
একটা ঘুড়ির ছবি আঁকছি বার বার,
এলো মেলো অনেক সুতোয়
জড়িয়ে গেল মুহূর্তে,
উড়তে না পেরে ঘুড়িটা
বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে
বন বন করে।

ঘুড়ির মালিক অবাক বিস্ময়ে
তাকিয়ে থাকে সুদূর আকাশে,
পটু হাতে লাটাই চালিয়েও
ঘুড়ির জট খোলে না,
আরও আরও জট পাকিয়ে
ঘুড়ির মুখ যায় দুমড়ে।

BANGLADARSHAN.COM

একসময় ভো কাট্টা হয়ে
তিন মাইল দূরে তালগাছটায়
আটকে যায় ঘুড়ির সুতো,
স্বাধীন চেতনাবোধে সে নিজেকে
মজিয়ে নেয় কিছুক্ষণ,
খবরদারি করার কেউ নেই জেনে আজ
স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে স্বাধীন ঘুড়ি,
একমাত্র মুক্ত পাখি
ঘুড়ির ওড়ার আনন্দ উপভোগ
করতে পারে।

ক্ষণেক থাকা শূন্যের উপর
আবার ভেসে যাওয়া মানুষের ভীড়ে
উদাসীন রয় ঘুড়ি,
কোলাহলের মাঝে শান্ত নীড়ের খোঁজে

ভো কাট্টা ঘুড়ি নেমে যায় গভীর সমুদ্রে
ডুবুরির হাত ধরে,
নিঃশব্দে কাটাবে স্বর্ণালী দিনগুলো
আলোর ভেলায় চড়ে।

BANGLADARSHAN.COM

হাতছানি

অস্থির মন বালুকাবেলায়
খুঁজে ফেরে অতীতকে।
রূঢ় বাস্তবতা জানলায় দাঁড়িয়ে
হাতছানি দিয়ে ডাকে॥
প্রথম প্রেমের কলি
যখন ফোটার অপেক্ষায়।
ঝরে গেল অতর্কিতে
কালবৈশাখীর ঝোড়ো হাওয়ায়॥
বৃষ্টিধোয়া পথের বাঁকে
একদিনের আলাপনে।
কত কী ছবি এঁকেছিলাম
গভীর ঘুমের স্বপনে॥
মেঘ মেদুর বরষায়
ব্যাকুল হল চিত্ত।
পেতে চায় এ মন তোমায়
হয়ে উঠি মদমত্ত॥
কোনোদিন তুমি ছিলে না আমার
রয়ে গেলে উদাসীন।
একার কারণে প্রেম বাঁচে না
রইব একা চিরদিন॥

BANGLADARSHAN.COM

সুখের আশায়

আমায় একটু সুখ দিতি পারিস?
আমি আমি কিনে লিব সত্যি বলছি,
অনেকদিন হল সুখটারে
দিখতে পাই না কেনে,
ও পাড়ার মংলুর মাটা বলছিল
ভুখা পেটের জ্বালা মিটলে নাকি সুখটা আসে,
সেটা তো আমাদের ভাগ্যে
লাই রে দিদিমণি,
দশরথের মাটা বলছিল
স্বামীর সোহাগ পেলে নাকি সুখ হয়,
সিটাও মোর কপালে লাই রে দিদিমণি,
আগের পরবে আমার স্বামীটা যে
বানের জলে ভেসে গেল রে.....
বিয়ার দু মাস পরেই,
আমায় একটু সুখ দিতি পারিস?

BANGLADARSHAN.COM

সমাপ্তি

দু হপ্তা হয়ে গেল
বুধুয়া এখনো ঘরে ফিরেক নাই।
কাজের লইগো কইলকাত্তা গেছে সে
টেরেনে চেপে।
যাবার সময় বলেছিল আমার আর
বৌ এর জন্য সে শাড়ী কিইনে আনবে।

পরনের ছেঁড়া শাড়ীগুলো মোর
ছেইলেটারে যন্তন্না দেয় বটে।
আমাদের চারটে পেটের লইগ্যে
চিন্তাটা ওকে খেইয়ে ফেলেছিল।
আমার বারনটা না শুনেই বুধুয়া চইলে গেল।
রেলগাড়ীর বাবুরা বইলেছে টেরেনটা লদীতে পড়ে গেছে।
বুধুয়া নাকি জলের তোড়ে ভেসে গেছে অনেক দূর।
আমার বেটার মরার টাকাটা দিল নারেলের বাবুরা।
বুধুয়া বেঁচে থাকার দরকার ছিল রে মারাংবুরু।
বৌ এর পেটে যে আছে তার কথা যে
সবার আগে মাথার মধ্যে বাড়ি মারে কেনে।
ইখন আমরা তিনটে মানুষ ভুখা পেটে
কিল মেরে বসে আছি।
রোদের তাপটোতে চারদিক সব গুখা হইয়া আছে
ঘরে দানাপানি নাই।
চল লদীতে সব একসঙ্গে ঝাঁপ দেই
নাহলে তো না খেয়েও শুকিয়ে মরে যাব একদিন।
তিলে তিলে শেষ হবার চেয়ে লদীর
জলে ভেসে যাই চল বুধুয়ার কাছে।

BANGLADARSHAN.COM

খোঁজ

হে নতুন সূর্য্য, ভুলিয়ে দাও
দুঃখ কষ্ট বেদনা,
হে নতুন সকাল, উড়িয়ে নিয়ে যাও
না পাওয়ার যন্ত্রণা।

নতুন করে স্বপ্ন সাজাও
নানা রঙের মেলায়,
জীবনটাকে ভাসিয়ে দাও
স্বপ্ন রঙিন ভেলায়।

নদীর বুকের তরঙ্গ যেন
হিন্দোল তোলে প্রাণের মাঝে,
কান পাতলেই শুনতে পাবে
মধুর সুরে জলতরঙ্গ বাজে।

BANGLADARSHAN.COM

ফিরে চলো মাটির টানে
নতুন সুর আর নতুন গানে,
নতুন আশা জাগাও প্রাণে
খুঁজে নাও বাঁচার মানে।

কাগজ কুড়ানী

আইজ কাগজ কুড়ানীটার প্যাটে ভাত জুটে লাই
সারাদিন ধইরে রাস্তার ধার থিকে পেল অনেক কিছু বটে
বাস্ক পেল গোটা দশেক নোংরা কাগজ রাশি রাশি
মুখে হাসি এসে গেল কাগজ কুড়ানীটার।
মনে আনন্দটা উইথলে উইঠছে যেন
কংসাবতীর জলের স্রোতের মত।
আইজ পুয়সা লিয়ে এক ছুট্টে বাড়ী
গিয়ে মিয়াটাকে লিয়ে বাজারে যাবে
দুগ্গা পূজার জামাটো কিনতে।
পূব আকাশটা হটাত কইরে কালো মেঘে ছেইয়ে গেল।
বস্তাটার মুখটা ভালো কইরে বাঁধতে
গিয়ে রশিটা গেল ছিঁড়ে।
কাগজকুড়ানীটা আজ জলদি করে বাড়ী যিতে চায়।
ঝম ঝম কইরে কুথা থিকে বিষ্টি এসে গেল রে
সব কাগজ ভিজে গিয়ে চুপসে গেল
মাটিতে মিশে গেল বড় বস্তাটা নিমেষের মইধ্যে।
সকাল থিকে আজ খাওয়া জুটে লাই অভাগিনীর
মিয়েটোকে কথা দিয়েছিল বাজার
লিয়ে যাবে বিকেল বেলা।
সব আশা টুকু জলের স্রোতের সঙ্গে
মিশে গেল কংসাবতীর জলে॥

BANGLADARSHAN.COM

স্বপনগুলান ফিরে আস্যে

স্বপনগুলান ভুইলত্যে চায়
আমার ফেরারি মন,
দুখের কথা ফিলত্যে চায়
আমার অভাগী জীবন,
কিছু ভুল ভুইলত্যে গিয়্যে
হইলাম রে উচাটন,
মইনের মইধ্যে পুরানো ব্যথা
শুধুই করে জাগরণ॥

অল্প বয়সের কাঁচা যৌবন
প্রেমের লাগর খোঁজে,
মনের মতো কেউ আইলো না
ভিতর ঘরের মাইঝ্যে,
মরদগুলান কাম করে না
বইস্যে বইস্যে ঝিমছ্যে,
পীরিত জ্বালার আগুন বুকে
ধিকি ধিকি জ্বইলছ্যে॥

ফাগুন মাসে মনের জ্বালা
দ্বিগুণ কেনে বাইড়ছ্যে,
বাঁধের জলে ডুব দিয়্যে
মনের আগুন নিভছ্যে,
এমন একটা মরদ আসুক
মনের কথা বুইঝ্যে,
স্বপনগুলান উইড়্যে এস্যে
বুকের মইধ্যে জইমছ্যে॥

BANGLADARSHAN.COM

জীবন গড়ি

জীবন নিয়ে গল্প লেখা
অনেক অনেক সহজ,
গল্পের মতন জীবন সাজানো
অনেকটাই কঠিন।

এসো আমরা গল্প দিয়ে
সাধের জীবন সাজাই,
সরল পথে হবে না জানি
এতে মেহনত অনেক চাই।

সুখ দুঃখের মোড়কে থাকে
জীবন গাঁথা লেখা,
যন্ত্রণা থেকে জীবন দামী
অভিজ্ঞতার কাছে শেখা।

BANGLADARSHAN.COM

এসো আমরা সবাই মিলে
সাধের জীবন গড়ি,
দুঃখ ধরুক নৌকার হাল
সুখকে করি কান্ডারী।

॥সমাপ্ত॥